তারিখ : 15 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সমকাল

ইউজিসির তদন্তে বাধা
শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে মাস্তানি!

দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তায়নের নানা চিত্র প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মতো উচ্চ মর্যাদাশীল সংস্থার পক্ষ থেকে তদন্ত দল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তকাজের জন্য সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের বাধায় ঢুকতেই পারল না– এমন অভিযোগ আগে শোনা যায়নি। নিঃসন্দেহে দুর্বৃত্তপনা ও মাস্তানিতে আমরা সবিশেষ উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে চলেছি! শনিবার সমকালে প্রকাশিত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অভিযোগ তদন্তের জন্য ইউজিসি তদন্ত দলের ভয় পেয়ে ফিরে আসার খবরটি পাঠ করে যে-কোনো সুস্থ নাগরিকের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসবে। কতিপয় গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উপাচার্য প্রফেসর ড. এম অহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে। সংবাদ সংগ্রহকালে প্রতিবেদক জানতে চাইলে তিনি বলেন: তিনি কোনো অনিয়ম করেননি। তার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' করা হচ্ছে। এই ভাষায় সাফাই শুনেও দেশবাসী অভ্যস্ত। বিষয়টা তদন্তসাপেক্ষ। তাহলে প্রশ্ন, তদন্ত দলকে ভয় দেখাল কে বা কারা? যা ছিল ইউজিসির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তদন্তের বিষয়, তা ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে নেওয়া হলো কেন? উপাচার্য জানিয়েছেন, তিনি পরে তদন্ত দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুঃখ প্রকাশ করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বলেছেন। অভিযোগ রয়েছে ইউজিসির আদেশ উপেক্ষা করে বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগ, যোগ্যতার মানদণ্ড অগ্রাহ্য করে নিজ পছন্দের লোক নিয়োগ, পছন্দের ব্যক্তিদের পদোন্নতি ও অপছন্দের শিক্ষকদের প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণ, বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি উপেক্ষা করে বিশেষ কমিটি গঠন, অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি। বিশেষভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের অভিযোগ প্রচুর। গত প্রায় চার দশক ধরেই এমন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার মূল দুটি কারণ চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। কারণ দুটি হলো– বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার এবং শিক্ষাঙ্গনে দলীয়করণ। ড. অহিদুজ্জামান (চাঁন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নীল' তথা আওয়ামী লীগ সমর্থক প্যানেলের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। নোয়াখালীর ঘটনাটির সূত্রে স্মরণ করা যায়, ২০০১-পরবর্তী বিএনপি শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাদা' তথা বিএনপি সমর্থক প্যানেলের প্রখ্যাত এক নেতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে লাগামহীন দুর্নীতি-অনিয়ম করায় পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রমে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিএনপি সরকারই ওই উপাচার্যকে মেয়াদের আগে সরিয়ে দিয়েছিল। স্বায়ত্তশাসন উচ্চশিক্ষার জন্য অপরিহার্য। স্বায়ত্তশাসন চর্চায় শিক্ষকরা যোগ্য না হলে তা দুর্ভাগ্যজনক। আর দলীয়করণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণহারী বিষের মতো। আমাদের কে তরাবে? নোয়াখালী বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের শেষ দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।